দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ৮ পৌষ ১৪২৩
২২ ডিসেম্বর ২০১৬

http://epaper.ittefaq.com.bd/print_news.php?img_name=2016/12/

মর্যাদায় গড়ি সমতা

'নারীর মজুরিবিহীন শ্রম মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে : [illegible] স্থান : ইত্তেফাক সম্মেলন কক্ষ, ১২ ডিসেম্বর ২০১৬

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের 'মর্যাদায় গড়ি সমতা' প্রচারাভিযানের আওতায় গত ১২ ডিসেম্বর 'নারীর মজুরিবিহীন শ্রম মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাক ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকের সহযোগিতায় ছিল মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও মাতা। দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান আলোচক ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী। আলোচনায় অংশ নেন গবেষক, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, নারী নেত্রী, সাংবাদিক, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পরিবারের সমতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক দুইটি ভিত্তিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনার চুম্বক অংশ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদানসম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত

- ১৫ বছরবা তদূর্ধ্ব বয়সের একজন নারী গড়ে প্রতিদিন একজন (১৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের) পুরুষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সময় জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না এমন কাজে নিয়োজিত থাকে।
- প্রতিদিন একজন নারী এ ধরনের কাজে গড়ে ৭.৭ ঘণ্টা ব্যয় করে, অন্যদিকে এ ধরনের কাজে একজন পুরুষের গড়ে সময়ব্যয় হয় মাত্র ২.৫ ঘণ্টা।
- একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১২.১টি এমন কাজ সম্পন্ন করে যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজের সংখ্যা ২.৭টি।
- প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (কাজের মূল্য ব্যবহার করে) অনুযায়ী, নারীদের সম্পন্ন করা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না এমন কাজের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য (২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের) জিডিপি'র প্রায় ৭৬.৮% এর সমপরিমাণ।

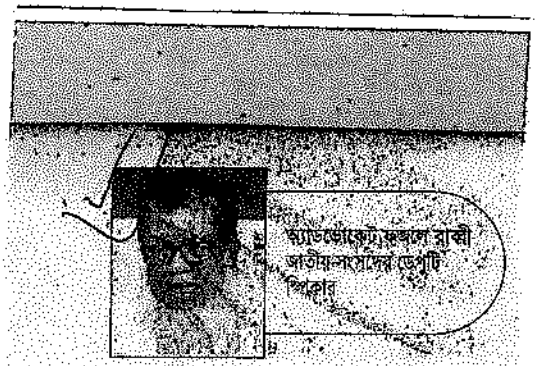

অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী
জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন 'মর্যাদায় গড়ি সমতা' প্রচারাভিযানের আওতায় নারীর মজুরিবিহীন শ্রমের গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাকে কীভাবে সৌভাগ্যে পরিণত করা যায় আমাদের তা বের করতে হবে। আমার বাবা অসুস্থ ছিলেন। মা ঘর-সংসার থেকে শুরু করে আমাদের পড়াশুনা, জমিতে কী চাষ হবে— সব বিষয় দেখতেন। আমার বাবা কৃতজ্ঞচিত্তে মা'র অবদান স্বীকার করতেন। আল্লাহর কাছে মায়ের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করতেন। আমার স্ত্রী অসুস্থ আমি দীর্ঘদিন তার সেবা করছি। এটা আমাদের পরিবার থেকে এসেছে। তারপরও ব্যক্তিবিশেষও আলাদা হয়- আমি আর আমার ভাই এক রকম নাও হতে পারি। আমার মনে হয়,নারী-পুরুষের বৈষম্যের সমাধান কেবল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মিটিং করলে হবে না, এর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করতে হবে। ইসলাম ধর্ম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে আপনারা তা উল্লেখ করেন না। তাও বলা দরকার, মানুষ উৎসাহিত হবে। ইসলামে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত বলা হয়েছে। প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত খাদিজা (রা.)। যার প্রথম কন্যা সন্তান হয় তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্যও সমতা প্রয়োজন। ৫০ ভাগ জনগোষ্ঠী নারীকে পিছিয়ে রেখে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব নয়, সে কারণে নারীকে সর্বক্ষেত্রে সমান মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটিতে কিছুটা পেশাগত সমস্যা হয়। দুইটি সন্তানের জন্য ১২ মাসের ছুটিতে সে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। দেশে যে নারীর মূল্যায়ন একেবারে হয় না তা কিন্তু ঠিক না। প্রান্তিক এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের কারণে নারীর মূল্যায়ন হচ্ছে না। জিডিপিতে কীভাবে 'নারীর মজুরিবিহীন শ্রম' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা উন্নয়ন-সংস্থা, সুশীল সমাজ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।